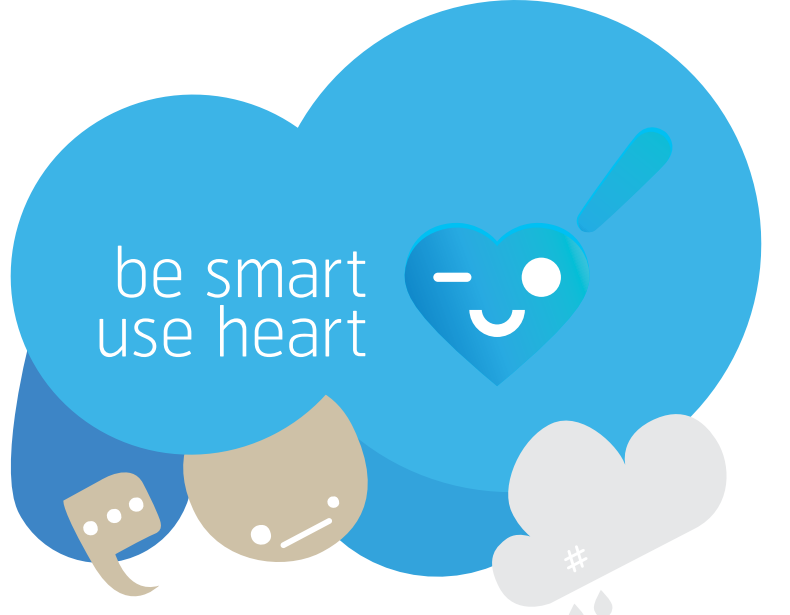


Tips for Teachers and Parents online

the world online
is still real



শিক্ষক ও অভিভাবক সমীপে

প্রযুক্তির অগ্রযাত্রার এই যুগে ইন্টারনেটের অবদানকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। ইন্টারনেট সমগ্র বিশ্বকে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে; শিক্ষাকে করেছে আধুনিক ও বিশ্বমানের। শিক্ষার্থীরা এখন ঘরে বসেই শিখতে পারবে এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে পারবে। পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি www.khanacademy.org, www.alorpathshala.org, www.wikipedia.com -এর মতো শিক্ষামূলক ওয়েবসাইটগুলো এখন শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের ভান্ডার বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। এই অগ্রযাত্রায় যারা ইন্টারনেটের সুবিধাকে কাজে লাগাতে পারবে না তাদের পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

বিশ্বব্যাপী ১৮ বছরের নিচে প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন ইন্টারনেট ব্যবহার করে, আর বাংলাদেশে মাত্র ১ শতাংশ স্কুলগামী শিক্ষার্থী ইন্টারনেট ব্যবহার করে (সূত্র: ইউনিসেফ)। বাকি বিশ্বের তুলনায় আমাদের শিক্ষার্থীরা ইন্টারনেটের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

সব ভালোর মতো, ইন্টারনেট ব্যবহারের ভালো দিকের পাশাপাশি কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত দিকও আছে। ইন্টারনেটের এসব দিক সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সচেতনতা না থাকায় অনেকেই অনলাইনে অপরাধ এবং সাইবার বুলিং- এর শিকার হতে পারে। তবে, কিছু সাধারণ নিয়ম ও নির্দেশনা মেনে চলার মাধ্যমে অনলাইনে নিরাপদ থাকা যায়। ইন্টারনেট ব্যবহারের অনাকাঙ্ক্ষিত ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হয়ে এবং সাধারণ কিছু নির্দেশনাবলী মেনে চলার মাধ্যমে আপনি নিজেকে ও আপনার পরিবারকে অনলাইনে নিরাপদ রাখতে পারেন।

শিক্ষক ও অভিভাবকদের করণীয়

১. ইন্টারনেটে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে আপনার সন্তান কোনো ব্যাপারে সাহায্য চাইলে তার ওপর আস্থা রাখুন। তারা লজ্জা পায় এমন বিষয় নিয়ে আপনার সাথে কথাবলা এমনিতেই তাদের জন্য অনেক কঠিন।
২. সহানুভূতি নিয়ে সন্তানের কথা শুনুন। তাদেরকে মানসিকভাবে শক্ত হতে হবে এবং এর মাধ্যমেই তারা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে।
৩. আপনার সন্তানকেও সমস্যার সমাধানে সম্পৃক্ত হতে হবে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তাদেরকেও সম্পৃক্ত করুন।
৪. সাধারণত, বাবা-মায়েরা সন্তানদের কষ্ট পেতে দেখলে আবেগপূর্ণ হয়ে যায়। তাই, কোনো কিছু করার আগে যৌক্তিকভাবে চিন্তা করুন এবং নিজের আচরণ নিয়ন্ত্রণে রাখুন।
৫. আপনার সন্তানের আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মান ফিরিয়ে আনার প্রতি লক্ষ্য রাখুন। এটা বুলিং- এর সমস্যার সমাধানের পরে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সমস্যা সমাধান হয়ে যাওয়ার পরেও সন্তানদের সাথে নিয়মিত কথা বলুন ও তাদের সমর্থন দিন।
৬. আপনার সন্তানের 'ভার্চুয়াল রিয়ালিটি' জগত সম্পর্কে জানুন। অন্য বাবা-মায়েরদেরও সাথে কথা বলুন এবং সবার সাথে পরিচিত হোন।
৭. আপনার সন্তানের কোনো বন্ধু বুলিং- এর শিকার হলে, আপনার সন্তানকে উৎসাহিত করুন এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে।
৮. শিশুদের খেলাধুলা ও বই পড়ায় উদ্বুদ্ধ করুন এবং এ ব্যাপারে তাদের সুযোগ করে দিন।
৯. ইন্টারনেটে সংযুক্ত সকল ডিভাইস ঘরের খোলা জায়গায় রাখুন।